মেহেরপুরসহ সারা দেশে মসজিদে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে বিভিন্ন মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়েছে ঈদুল ফিতরের জামাত । সোমবার (২৫ মে) সকালে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে এ সকল ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়।

নিরাপদ সামাজিক ও শারীরিক দূরত্ব এবং করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির জন্য সরকারের অন্যান্য নির্দেশনা মেনেই জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জামাত শেষে খুতবা পেশ করা হয়। এর পর অনুষ্ঠিত হয় দোয়া ও মোনাজাত। মোনাজাতে দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনা করা হয়েছে। পাশাপাশি সম্প্রতি বৈশ্বিক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃতদের জন্য দোয়া করা হয়েছে। এছাড়া মোনাজাতে সব উম্মতে মোহাম্মদির গুনাহ মাফ চাওয়া হয়। সব মৃত ব্যক্তির কবরের আজাব মাফ চাওয়া হয়। যেকোনো বিপদ থেকে দেশকে হেফাজতের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যবিধি মানতে নামাজ শেষে কাউকেই দেখা যায়নি হাত মেলানো বা কোলাকুলি করতে। ফলে কিছুটা আক্ষেপ নিয়েই মুসল্লিরা ফিরেছেন ঘরে।

অনেকে আবার বলেন, ঈদের নামাজের পর প্রধান আনন্দ কোলাকুলিতেই। তবে নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থেই এবার তারা এসব থেকে বিরত থাকছেন।
মেপ্র/এমএফআর

তাবলিগে ভিড়ে সৌদি যাওয়ার চেষ্টা, ১৭ জেএমবি গ্রেফতার

রাজধানীর কাকরাইল মসজিদ এলাকা থেকে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জামায়াতুল মোজাহেদিন বাংলাদেশের (জেএমবি) ১৭ সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এরা কৌশলে তাবলিগ জামাতের সঙ্গে মিশে সৌদি আরবে

যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন বলে জানিয়েছে পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম বিভাগ।

ঢাকা মহানগর পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিটের এডিসি তহিদুল ইসলাম জানান, সোমবার সন্ধ্যায় কাকরাইল মসজিদের উল্টো দিকে পাবলিক হেলথ কার্যালয়ের সামনে থেকে ১৭ জেএমবিকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

তারা হলেন- হায়দার আলী, মাহমুদুল হাসান ওরফে মাসুম, জামিরুল ইসলাম, বিল্লাল হোসেন, মো. শেখ আরাফাত ওরফে জনি, ইমরুল হাসান ওরফে ইমন, সাইফুল ইসলাম, মোজাম্মেল হক, মো. শাহজালাল, মো. আক্তারুজ্জামান, মো. মাহমুদুল হাসান ওরফে সাব্বির, মো. আবিদ উল মাহমুদ ওরফে আবিদ, মো. সোহাইল সরদার, মো. ওবায়দুল ইসলাম ওরফে সুমন, মাহমুদ হাসান ওরফে শরীফ, মো. মাজেদুল ইসলাম ওরফে মুকুল ও সোহাগ হাসান।

তাদের কাছ থেকে ১৯টি মোবাইল ফোন, ২ লাখ ৩৪ হাজার টাকা এবং ৯২২ ডলার জব্দ করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা স্বীকার করেছে যে তারা জেএমবির সদস্য। তাদের বিরুদ্ধে রমনা থানায় সন্ত্রাস দমন আইনে একটি মামলা করা হয়েছে।

গ্রেফতার ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদের বরাত দিয়ে এডিসি তহিদুল বলেন, মোস্তাক মুহাম্মদ আরমান খান নামে এক ইঞ্জিনিয়ার বাংলাদেশ থেকে ২০১৭ সালে সৌদি আরবে যান এবং এখনও সেখানেই অবস্থান করছেন। তিনি নিজেকে ‘ইমাম মাহাদির সৈনিক’ দাবি করে বিভিন্ন বক্তব্য দেন এবং মানুষকে কথিত জিহাদে যোগ দেয়ার আহ্বান জানিয়ে অডিও ভিডিও প্রচার করেন। গ্রেফতার হওয়া ১৭ জন তার বক্তব্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে তার সঙ্গে যোগাযোগ করে। এরপর যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে সৌদি আরবে যাওয়ার চেষ্টায় ছিল।

এই পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে তারা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করে ‘হিজরতের’ সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর কৌশল হিসেবে তাবলিগ জামাতের দলে ভিড়ে যায়।

গ্রেফতাররা জানিয়েছেন, তারা পলাতক রবিউল সৈয়দ মোস্তাক বিন আরমানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং গত মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময় তারা পরস্পর যোগাযোগ করে হিজরতের সিদ্ধান্ত নেন। তাবলিগ জামাতের আড়ালে সাতক্ষীরা বা বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে তারা ভারত-

কাশ্মীর সীমান্ত হয়ে সৌদি আরব পৌঁছাতে চেয়েছিলেন। তাদেরকে বলা হয়েছিল, করোনার দুর্যোগে আকাশ থেকে এক ধরনের গজব নেমে আসবে এবং সব কিছু ধোঁয়াছন্ন হয়ে যাবে। তখন সীমান্তে কোনো পাহারা থাকবে না-এই সময় তারা যেন চলে আসেন।

এই বিশ্বাস নিয়ে গত ১৮ মার্চ তারা প্রথমে সাতক্ষীরা ও পরে যশোর সীমান্তের কাছে বিভিন্ন মসজিদে অবস্থান করেন ভারতে যাওয়ার জন্য। তারা সাতক্ষীরা ও যশোর সীমান্ত দিয়ে পার হতে না পেরে ঢাকা হয়ে সিলেট সীমান্ত দিয়ে ভারতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং সে মোতাবেক তারা বিভিন্ন জেলা থেকে ঢাকায় আসেন।

সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

মেহেরপুরে জনপ্রতি সর্বনিম্ম ৬৫ টাকা ফিতরা নির্ধারণ

মেহেরপুর জেলা ইমাম সমিতি ও জেলা ওলামায়ে পরিষদের যৌথ উদ্যোগে ফিতরা নির্ধারণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে জনপ্রতি সর্বনিম্ম ৬৫ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৫হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বুধবার দুপুরে মেহেরপুর শহরের ঘাটপাড়া নুরানী মাদ্রাসায় এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা ইমাম সমিতির সভাপতি মাওলানা আনছার উদ্দিন বেলালীর সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য দেন ওলামায়ে পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মুফতী হাফিজুর রহমান, পৌর ইমাম সমিতির সভাপতি হাফেজ মাওলানা রোকনুজ্জামান, ইমাম সিরাজ উদ্দীন, শাহ আলম, নুরানী মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল হাফেজ ইয়ারুল ইসলাম প্রমুখ।

হাফেজ মাওলানা রোকনজ্জামান জানান, এ বছর চাল ও গমের মুল্য অনুযায়ী অর্ধ সা পরিমাণ হিসাব করে জনপ্রতি সর্বনিম্ম ফিতরা নির্ধারণ করা হয়েছে ৬৫ টাকা। কেউ যদি আজুয়া খেজুরের হিসাবে ফিতরা দেন তা হলে এক সা হিসাবে জনপ্রতি প্রায় ৫ হাজার টাকা দিতে

পারবেন।
তিনি আরো জানান, আজুয়া খেজুর, যব, পনির, কিসমিস ও চাল-গম এই পাঁচটি দ্রব্য মূল্য অনুযায়ী ফিতরা দেওয়া যায়।

গর্ভাবস্থায় মায়েরা কি রোজা রাখতে পারবেন?

হবু মায়েরা রোজা রাখতে পারবেন কি না তা নিয়ে চিন্তিত অনেকেই। বিশেষ করে আপনজনেরা দুশ্চিন্তায় থাকেন গর্ভবতী মা এবং তার অনাগত সন্তানের সুস্থতা নিয়ে।

গর্ভাবস্থায় মায়েরা কি রোজা রাখতে পারবেন, রোজা রাখলে তাদের করণীয় কী- যুগান্তরের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় এসব বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানিয়েছেন ইম্পেরিয়াল হসপিটাল লিমিটেডের অ্যাসোসিয়েট কনসালটেন্ট (গাইনি বিভাগ) ডা. নুসরাত জাহান।

তিনি বলেন, গর্ভবস্থায় মায়েরা রোজা রাখতে পারবেন। তবে যেসব মায়েরা এ সময় কোনো ধরনের শরীরিক সমস্যায় ভোগেন তাদের ক্ষেত্রে রোজা না রাখাটাই উত্তম।

ডা. নুসরাত বলেন, এসব মায়েদের রোজা রাখার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। সন্তানের কোনো ক্ষতির আশঙ্কা আছে কিনা তা জানতে হবে। ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, কিডনির সমস্যা, প্রস্রাবের ইনফেকশন থাকলে রোজা না রাখাই ভালো।

গর্ভের প্রথম তিন মাস রোজা রাখার বিষয়ে তিনি বলেন, গর্ভাবস্থায় প্রথম তিন মাস রোজা রাখলে সমস্যা হতে পারে। কারণ এ সময় অতিরিক্ত বমি হয়ে থাকে। এছাড়া দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকলে গর্ভের সন্তানের নড়াচড়া কমে যায়।

রোজা রাখলে করণীয়

১. সেহরিতে প্রচুর পরিমাণে পানি পান করতে হবে। একবারে বেশি পানি পান করা যাবে না। শুধু পানি না খেয়ে লেবুর শরবত খাওয়া যেতে পারে।

এতে সামান্য লবণ মিশিয়ে নিতে পারেন।

২. ইফতারে বিভিন্ন ধরনের তাজা ফলের রস, ডাবের পানি ও খেজুর খেতে পারেন। কলায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণ পটাশিয়াম যা দুর্বলতা দূর করতে সাহায্য করে। তাই খেতে পারেন কলাও।

৩. দুধ প্রোটিনের ভালো উৎস। সেহরিতেও দুধ খেতে পারেন।

৪. ইফতারে ভাজাপোড়া না খেয়ে পুষ্টিকর খাবার খাওয়াই ভালো।

৫. গর্ভাবস্থায় অনেকের ওষুধ খেতে হয়। দিনের বেলার ওষুধগুলো রাতে খেয়ে নিবেন। আর যেসব ওষুধ দুইবার খাবার নিয়ম আছে তা ইফতারের সময় একবার ও শেষরাতে আরেকবার খেয়ে নিন।

যেসব সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন

১. প্রস্রাবের পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে কমে গেলে, বমি হলে কিংবা অজ্ঞান হয়ে গেলে।

২. গর্ভাবস্থায় সন্তান ১২ ঘণ্টায় দশ থেকে বারো বার নড়াচড়া করে। নড়াচড়া কম অনুভব করলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

৩. ডিহাইড্রেশনের কারণে অনেক সময় ইউটেরাসের কনট্রাকশন শুরু হতে পারে। তাই লেবার পেইন বা পেটে ব্যথা হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

১৪০০ বছরে এই প্রথম আল-আকসা মসজিদে ভিন্নচিত্র, মন খারাপ

মুসল্লিদের

১৪০০ বছরে এমনটা কখনও হয়নি। এবার করোনার জন্য সেটাই হচ্ছে জেরুজালেমের আল-আকসা মসজিদে। রমজানে মুসল্লি শূন্য মসজিদ চত্বর। প্রতিবারই পবিত্র রমজান মাসজুড়ে হাজার হাজার মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে জামাতে নামাজ পড়তেন এখানে। কখনও মানুষের সংখ্যা লাখ ছাড়িয়ে যেত। এবার একজনও মানুষ নেই সেই মসজিদে। মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে তৃতীয় পবিত্রতম এই মসজিদ। আপাতত জেরুজালেমে সবরকম জমায়েত বন্ধ। মসজিদে জামাতে নামাজ আদায়ও বন্ধ।

নির্দেশনা মোতাবেক বাড়িতে নামাজ আদায়ের কথা বলা হয়েছে। মহামারী করোনার তাণ্ডবে এমন সিদ্ধান্তে ফিলিস্তিনিদের মন খারাপ। পূর্ব জেরুজালেমের বাসিন্দা আম্মার বাকির বললেন, আল-আকসা মসজিদ কখনও বন্ধ থাকতে পারে এটা আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি। মসজিদ বন্ধের প্রভাব পড়ছে জনগণের মধ্যে। সবার মন খারাপ। পবিত্র রোজা এভাবে কাটবে আমরা মেনে নিতে পারছি না। মসজিদ চত্বরে কোনও মানুষ নেই। স্বপ্নেও এমন ছবি দেখিনি কখনও।

মহামারী করোনার সংক্রমণ থেকে বাঁচতে গত ২২ মার্চ থেকে আল-আকসা মসজিদ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় কর্তৃপক্ষ। নামাজ আদায় বন্ধ বলে জানায় জেরুজালেম ইসলামিক ওয়াকফ কাউন্সিল। গত ১৬ এপ্রিল জানানো হয়, এই নিষেধাজ্ঞা এবারের রমজান মাস জুড়ে অব্যাহত থাকবে। তারাবিহ—র নামাজ এবার বাড়িতেই আদায় করার অনুরোধ করে কর্তৃপক্ষ। নামাজ আদায় বন্ধ থাকলেও আল-আকসায় যথারীতি পাঁচ ওয়াক্ত আজান দেওয়া অব্যাহত থাকবে।
আল-আকসার পরিচালক শেখ ওমর আল-কিসোয়ানি বলেছেন, গত ১৪০০ বছরে এমন কখনও হয়নি। সবার মনে কষ্ট হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু এই ভাইরাসের হাত থেকে বাঁচতে এমন কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। প্রসঙ্গত, ফিলিস্তিনে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩৩৫। মৃত্যু হয়েছে মাত্র দু’জনের। উল্লেখ্য, প্রাণঘাতী করোনার ছোবলে প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা। বিশ্বজুড়ে এখন পর্যন্ত এক লাখ ৯৭ হাজার ৩০৬ জনের মৃত্যু হয়েছে আর আক্রান্ত ছাড়িয়েছে ২৮ লাখ।

সূত্র : প্যালেস্টাইন ক্রোনিকেল।

আগামীকাল রমযান শুরু

বাংলাদেশের আকাশে আজ শুক্রবার পবিত্র রমজান মাসের চাঁদ দেখা গেছে। আগামীকাল শনিবার থেকে রোজা।

আজ সন্ধ্যায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

ইসলামী বিধান অনুযায়ী, রমজানের চাঁদ দেখা যাওয়ায় আজ শুক্রবার রাতে সেহরি খেয়ে আগামীকাল রোজা রাখবেন ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা। শনিবার হবে প্রথম রোজা।

মক্কা-মদিনার মসজিদে রমজানেও উপস্থিতি স্থগিত

করোনাভাইরাস মোকাবেলায় পবিত্র রমজান মাসেও সৌদি আরবের মক্কার মসজিদুল হারাম ও মদিনার মসজিদে নববীতে সর্বসাধারণের জন্য তারাবিহসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে উপস্থিতি স্থগিত থাকবে।

সোমবার রাতে দেশটির হারামাইন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ড. আবদুর রহমান আস সুদাইস এ তথ্য জানিয়েছেন।

সৌদি স্বাস্থ্যবিষয়ক যৌথ কমিটির পরামর্শে জনস্বার্থ বিবেচনায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

ড. আবদুর রহমান আস সুদাইস জানান, এ সময় তারাবিহ ও তাহাজ্জুদের নামাজ সংক্ষিপ্ত আকারে পাঁচ সালামে (১০ রাকাত) আদায় করা হবে।

এ রমজানে হারামাইনে ইতিকাফ ও চিরাচরিত ইফতার প্রোগ্রাম বন্ধ থাকবে। তবে হারামাইনের ইফতার মক্কা ও মদিনা উভয় শহরে বিতরণ করা

হবে। পরবর্তী ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত উমরাহ বন্ধ থাকবে।

উল্লেখ্য, মক্কা ও মদিনা উভয় শহরেই বর্তমানে ২৪ ঘণ্টার কারফিউ চলমান রয়েছে।

সৌদি আরবের নাগরিক এবং অভিবাসীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রদেশের প্রবেশ মুখে সবাইকে প্রাথমিক করোনা টেস্ট করা হচ্ছে। করোনা প্রতিরোধে সৌদি স্বাস্থ্যকর্মীরা মাঠপর্যায়ে শ্রমিক ক্যাম্প এবং বাসাবাড়িতে গণহারে করোনা পরীক্ষা করছেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী তৌফিক আল রাবিয়া এক বিবৃতিতে বলেছেন, এ কারণেই দেশটিতে বর্তমানে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সৌদি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সবশেষ তথ্যানুযায়ী ২০ এপ্রিল সৌদি আরবে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১১২২ জন। মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১০ হাজার ৪৮৪ জন। দেশটিতে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০৩ জনে।

অন্যদিকে সুস্থ হয়েছেন ৮৮ জন, সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরেছেন ১ হাজার ৪৯০ জন।

এদের মধ্যে ২৭ শতাংশ সৌদি, ৭৩ শতাংশ অভিবাসী। পুরুষ ৭৭ শতাংশ আর মহিলা ২৩ শতাংশ আক্রান্ত। সূত্র- যুগান্তর

ঘরে তারাবিহ পড়ার আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী

রমজানে ঘরে তারাবিহ পড়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, আল্লাহ যে কোন স্থান থেকে ইবাদত করলেই কবুল করেন। আপনারা জানেন করোনাভাইরাসের কারণে মক্কায় মসজিদে নামাজ বন্ধ হয়েছে। কাজেই ঘরে বসেই নামাজ আদায় করুন।

আজ বৃহস্পতিবার ঢাকা বিভাগের কয়েকটি জেলার সাথে ভিডিও কনফারেন্সে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, আসন্ন রমজানে পণ্য সরবরাহ যেন সচল থাকে সেজন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। নিম্নবিত্তদের জন্য ১০ টাকার চাল দিব। ৫০ লাখ রেশন কার্ড আছে, আরো ৫০ লাখ রেশন কার্ড দেব।

দেশের এই কান্তিকালে যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

মহান আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল, করোনা ও আমাদের করনীয়

‘আস্ সালামু আলাইকুম’ ভাইজান কেমন আছেন?আফিস থেকে বাসায় ফেরার পথে কে যেন পিছন থেকে সালাম দিলেন।ঘাড় বাঁকা করে পিছনে তাকাতেই দেখলাম এক দ্বীনি ভাই। উত্তর দিলাম ‘ওয়া আলাইকুমুস্ সালাম’। কেমন আছেন? তাতো ভাল, কিন্তু মুখে ঐটা কি লাগিয়েছেন।কেন জানেন না…?আমার উত্তর দেওয়া শেষ না হতেই তিনি বলে উঠলেন, বুঝেছি বুঝেছি ভয়পেয়েছেন তো। এত দিন যে তাবলীগ করলেন……কিন্তু? কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন।তিনি পুরা কথাটা না বললেও আমি বুঝে গেলাম তিনি কি বলতে চাচ্ছিলেন। কথাটা মোটামুটি এরকম ‘এত দিন যে তাবলীগ করলেন কিন্তু এখনোদ্বীলের ইয়াকিন ঠিক হলোনা? আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করুন, তাওয়াক্কুল করুন’। কথাটা যদিও আনেকটা এ্যাটম বোমার মতই তারপরও আমি নিজেকে সামলে নিলাম। তাকে মুহাব্বাতের সাথে বুঝানোর চেষ্টা করলাম। মুহাব্বতের সাথে বললাম,ভাই বুঝতে পেরেছি আপনি কী বলতে চাচ্ছেন।আচ্ছা একটু বোঝার চেষ্টা করুন, গ্রীষ্মেসূর্য যখন প্রখর হয় তখন কি আমরা ছাতা ব্যবহার করি না? উত্তর আসলো, তাতো করি। বর্ষায় যখন বৃষ্টি নামে তখন কি আমরা ছাতা ব্যবহার করি না?তাতো করি। আকাশে যখন কালো মেঘ জমে আর বাতাস বইতে থাকে তখন কি আমরা নিরাপদ স্থানে চলে যেই না?তাতো যাই। তাহলে বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের মুখে মাস্কআর হাতে গ্লাভসব্যবহার করতে বাঁধা কোথায়?

প্রিয় পাঠক আসুন এখন আমরা জেনে নিই তাওয়াক্কুল কাকে বলে?

তাওয়াক্কুল আরবী শব্দ এর অর্থ হলো, ভরসা করা, নির্ভর করা। তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ অর্থ হলো, আল্লাহ তা’য়ালার উপর ভরসা করা। অর্থাৎ, দুনিয়া-আখিরাতের সকল কাজে, সকল মকসুদ হাসিল করার জন্য এবং সকল বিপদ-মুসীবত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একমাত্র আল্লাহ তা’য়ালার উপর ভরসা রাখা।
পবিত্র কুরআনে কারীমায় মহান আল্লাহ তা’য়ালা বলেন, ‘আর আল্লাহর উপরে তোমরা ভরসা কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও’ (সূরা মায়েদাহ, ২৩)
মানুষকে দুনিয়ার জীবনে কোননা কোন কাজে কাউকে না কাউকে ভরসা তো করতেই হয়। কোথাও না কোথাও তাকে আত্মসমর্পন করতেই হয়। দুঃখ-বেদনা, সুবিধা-অসুবিধা, সমস্যা-সংকটের কথা কোথাও না কোথাও বলতেই হয়। সেই স্থানটা কোথায়? এখানেই ঈমানদার ও অবিশ্বাসীর মধ্য পাথ্যর্ক্য। অবিশ্বাসী সেই স্থান এমন ব্যক্তি বা বস্ত্তকে বানিয়ে নেয় বাস্তবে যাদের কল্যাণ-অকল্যাণের কোনোই ক্ষমতা নেই। পক্ষান্তরে আল্লাহ যাদেরকে ঈমান দান করেছেন, তাওহীদের আলোয় আলোকিত করেছেন তারা তাদের সকল বেদনা, সকল প্রার্থনা এমন একজনের কাছে পেশ করে যিনি বাস্তবেই মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক। আর যিনি সৃষ্টির প্রতি পরম দয়ালু।

লক্ষ্য করুন, হিজরতের সময় দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুসাওর গুহায় অবস্থান নিয়েছিলেন। তাদের খোঁজ করতে করতে সেখানেও পৌঁছে গিয়েছিল মক্কার মুশরিকরা। গুহার ভিতর থেকে রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের পা দেখতে পাচ্ছিলেন।হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! তাদের কেউ যদি এখন নিজের পায়ের দিকে তাকায় তাহলে তো আমাদের দেখে ফেলবে। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘হে আবু বকর! আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন’।(সূরা তওবাহ, ৪০)

শত্রু গুহার মুখে চলে এসেছে, বাহ্যত বাঁচার কোন পথ নেই, ধরা পড়তেই হবে। এই অবস্থায়ও রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএতমিনান দ্বীলে তার মাহবুবেব প্রতি পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রেখে বলেছেন নিশ্চয় আমার মাহবুবই আমাদের রক্ষা করবেন। কেউই আমাদের কোন আনিষ্ঠ করতে পারবে না।
মূসা আলাইহিসসাল্লাম ও তার কওম যখন লোহীত সাগরের পাড়ে এসে দাড়াঁল আর পিছনে ছিল ফেরাউনের বাহিনী তখন মূসা আলাইহিসসাল্লামের

সাথীরা চিৎকার করে বলে উঠেছিল, হে মুসা আমরাতো ধরা খেয়ে গেলাম। মুসা আলাইহিসসাল্লাম মহান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রেখে বললেন, ‘নিশ্চয়ই আমার সাথে আমার আল্লাহ রয়েছেন।’(সূরা শু‘আরা, ৬১-৬৩)

বাহ্যিকভাবে তাঁদের বাঁচার কোন পথ ছিল না। কারণ ডানে-বামে পিছনে শত্রুদল। আর সামনে সাগর। এরপরেও মূসা আলাইহিসসাল্লাম আল্লাহর উপর দৃঢ় ভরসা রেখে বলছেন, কখনো নয়, অসম্ভব হতেই পারে না। ফেরাউন আমাকে ধরতে পারবে না। কারণ নিশ্চয়ই আমার সাথে আমার প্রতিপালক রয়েছেন। তিনি আমাকে বাঁচার পথ দেখাবেন।
তাওয়াক্কুল হচ্ছে ভরসা করা, জীবনের সকল বিষয়ে, কল্যাণ লাভের ক্ষেত্রেও আবার অকল্যাণ থেকে মুক্তি পাবার ক্ষেত্রেও। আর তা এমন সত্ত্বার উপর যিনি সকল বস্ত্তর স্রষ্টা। বস্ত্তর গুণ ও বৈশিষ্ট্যের স্রষ্টা। যিনি গোটা জাহানের পালনকর্তা এবং যিনি দুনিয়া-আখিরাতের সকল কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক। আল্লাহ তা’য়ালা যদিও উপায়-উপকরণ তৈরী করে রেখেছেন কিন্তু মৌলিক ভাবে তার কোন শক্তি নেই। এই উপকরণের মধ্যে শক্তি দান কারী সত্বা আল্লাহ তা’য়ালার সত্বা। একেই তাওয়াক্কুল বলে।

ভাই আব্দুল ওহহাব রহমাতুল্লাহি আলাইহিরকথা থেকে বিষয়টি আমাদের কাছে আরো স্পষ্ট হবে। তিনি মাখলুক বা উপায়-উপকরণকে নফি করেছেন এভাবে,
১) ইয়ে মাখলুখ হেয়, ইয়ে খোদ নেহি বনা, আল্লাহ তা’য়ালানে আপনা কুদরতছে ইচকো বানায়া।
অর্থাৎ, এটি মাখলুক, এটি নিজে নিজে সৃষ্টি হয়নি, একে আল্লাহ তা’য়ালা নিজ কুদরতের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।
২) ইচকো আন্দারজো ছিফাত হেয় ইয়ে ইচকো আপনা নেহি হায়, আল্লাহ তা’য়ালানে আপনা কুদরতছে ইচকো আন্দার রাখখা।
অর্থাৎ, এর মধ্যে যে গুন আছে তা তার নিজের নয়, এই গুন আল্লাহ তা’য়ালার দেওয়া।
৩) ইয়ে ছিফাত জাহির করনেকেলিয়ে ভিহারআনগারি আল্লাহকা এরাদাকা মোহতাজ, ইয়ে খোদ কুচ নেহি করছাকতা।
অর্থাৎ, এই গুন প্রকাশ করার জন্যও সে আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, এটি নিজে কিছুই করতে পারে না।

এজন্য জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে খুবভালভাবে মনে রাখতে হবে, মাখলুক বা উপায়-উপকরণ নিজে নিজে সৃষ্টি হয়নি, একে আল্লাহ তা’য়ালা নিজের কুদরতের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে যে গুন আছে তা এর নিজের

নয়, এই গুন আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়া। এই গুন প্রকাশ করার জন্যও এটি আল্লাহর ইচ্ছার (কুদরতের) উপর নির্ভরশীল, এটি নিজে কিছুই করতে পারে না। এর ব্যতিক্রম হলে তা শিরকে পর্যবসিত হবে। আক্বীদা নষ্ট হবে।

উদাহরণ স্বরূপ কেউ অসুস্থ হল। এখন তার চিকিৎসা গ্রহন করা সুন্নত। এইক্ষেত্রে একজন মুমীন ও একজন আবিশ্বাসীর মধ্যে পার্থক্য হল আবিশ্বাসী পুরাপুরি ঔষধের উপর ভরসা করবে সে মনে করবে ঔষধ-ই তার রোগ নিবারন করবে। অপরদিকে একজন মুমীন তখন একথা মনে করবে যে, এই ঔষধ নিজে নিজে সৃষ্টি হয়নি একে আল্লাহ তা'য়ালা নিজের কুদরতের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে সেফা দান করার যে গুন তা এর নিজের নয় এই গুন আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়া এবং এই গুন প্রকাশ করার জন্যও এটি আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, এটি নিজে কিছুই করতে পারে না। এটিই তাওয়াক্কুল। তবে এই ধ্যান যদি আমলের সময় না থাকে তাহলে তা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী। মনেরাখতে হবে যদি আমলের সময় এই ধ্যান হয় তাহলে তাওয়াক্কুলের সঠিক অর্থ অর্জিত হবে।

ইবনেল ক্বাইয়িম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, বান্দা যদি কোন পাহাড় সরাতে আদিষ্ট হয় আর যদি সে কাজে সে আল্লাহ তা'য়ালার উপর যথার্থভাবে ভরসা করতে পারে, তবে সে পাহাড়ও সরিয়ে দিতে পারবে। (ইবনেল ক্বাইয়িম)

তাওয়াক্কুল সম্পর্কে ভ্রান্তি

অনেকেই মনে করেন যে, তাওয়াক্কুল হলউপায়-উপকরণ অবলম্বন ছাড়াই হাত গুটিয়ে বসে থাকা।

খুবভাল করে মনে রাখতে হবে যে, কোন চাহিদা পূরণে উপায়-উপকরণ ও মাধ্যম গ্রহণ না করা কোন অবস্থাতেই আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বা ভরসার মর্মার্থ নয়। কোন কিছু না করে নিশ্চেষ্ট বসে থাকার নাম তাওয়াক্কুল নয়; বরং তা তাওয়াক্কুলের ভান। আরবীতে একে 'তাওয়াকুল' (تواكل) বলে। তাওয়াকুল বা নিশ্চেষ্ট বসে থেকে আল্লাহর উপর ভরসা যাহির করা আল্লাহর দ্বীনের কোন কিছুতেই পড়ে না।

বর্ণিত আছে হযরত উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু একদিন একদল ইয়েমেনবাসীর সাক্ষাত পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কারা? তারা বললো, 'আমরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলকারী।'

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আসলে তোমরা তাওয়াক্কুলের বাহানা করছো! প্রকৃত তাওয়াক্কুলকারীতো সে যে জমীনে বীজ বপন করেছে তারপর আল্লাহর উপর নির্ভর করেছে।'

অর্থাৎ তাওয়াক্কুলের অর্থ এটা নয় যে আপনি বীজ না বুনেই ফলের আশা

করবেন, কিংবা স্ত্রী গ্রহণ না করেই আল্লাহর কাছে একটা ফুটফুটে সন্তানের জন্য কান্নাকাটি করবেন। আপনি আপনার সাধ্যের সর্বোচ্চটুকু সম্পাদন করুন, অতঃপর ফলাফলের জন্য আল্লাহর উপর নির্ভর করুন। এরই নাম হচ্ছে তাওয়াক্কুল ।

এক সাহাবী একবার রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আমি আমার উট গুলো চরাতে চাই। নামাজের সময় ওই উটগুলো বেঁধে রাখব না ছেড়ে রেখে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবো?রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন, ‘প্রথমে তার গোছা রশি দিয়ে বাঁধ তার পর তাওয়াক্কুল করো।’(তিরমিযী)
যারা প্রচেষ্টা ছাড়াই কিছু লাভ করতে চায় তাদেরকে কখনই আল্লাহর উপর ভরসাকারী বলা যায় না।
বরং তাওয়াক্কুলের দু’টি দিক রয়েছে। এক. আল্লাহর উপর ভরসা ও নির্ভরতা। দুই. তাঁর সাথে কাজের উপকরণ অবলম্বন করা।
আসলে লক্ষণীয় যা তা হ’ল- শুধুই উপায়-উপকরণের উপর নির্ভর না করা। বান্দাকে জানতে ও বুঝতে হবে যে, উপায়-উপকরণ গ্রহণ করে চাহিদা পূরণ ও সমস্যা সমাধান কেবল জাগতিক নিয়ম মাত্র। উপকারকারী ও অপকারকারী কেবলই আল্লাহ সুবহানাহু তা’য়ালা।
রসূলেকরীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে আল্লাহ পাকের উপর অধিক তাওয়াক্কুলকারী আর কে হতে পারেন? তিনিই তো সবচেয়ে বড় ভরসাকারী।
রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের ঘটনা থেকে তাওয়াক্কুলের শিক্ষাটি চমৎকারভাবে বোঝা যায়। তিনি যে আল্লাহর সাহায্য পাবেন এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ ছিলো না। কিন্তু তাই বলে তিনি হাত গুটিয়ে বসে থাকেন নি। হঠাৎ করেই একদিন ‘আল্লাহর নামে বের হলাম’ বলে বেরিয়ে যান নি। যথারীতি তিনি যাত্রার জন্য ঘোড়া ঠিক করে রেখেছিলেন। সঙ্গী কে হবে তাও স্থির করেছিলেন। হিজরতের সময় তিনি একজন পথপ্রদর্শক(গাইড) সাথে নিয়েছিলেন, যে তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তাঁর যাত্রাপথে কোন পদচিহ্ন যাতে না থাকে তিনি সে ব্যবস্থাও নিয়েছিলেন। তিনি যাত্রার জন্য এমন সময় বেছে নিয়েছিলেন যখন লোকজন সাধারণতঃ সজাগ থাকে না। আবার জনগণ সচরাচর যে পথ দিয়ে চলাচল করে তিনি তা বাদ দিয়ে অন্য পথ ধরেছিলেন। এমন কি কাফেররা তাদের তালাশ করে ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত কোথায় লুকিয়ে থাকবেন এসব কিছুই আগে থেকেই ঠিক করে নিয়েছিলেন। এসব কিছুই উপায়-উপকরণ ও মাধ্যম অবলম্বনের অন্তর্গত। অর্থাৎ তাঁরপক্ষে সম্ভবপর সব ধরনের সতর্কতা ও গোপনীয়তা তিনি অবলম্বন করেছিলেন। অতঃপর যেগুলো তার সাধ্যের বাইরে ছিল সেগুলোর জন্য তিনি আল্লাহর উপর নির্ভর

করলেন।
ওহুদ যুদ্ধে রসূলাল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটার উপর আর একটা অর্থাৎ দু'টো বর্ম গায়ে দিয়েছিলেন। সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, 'ওহোদ যুদ্ধের দিনে রসূলাল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'টি বর্ম পরে জনসমক্ষে এসেছিলেন'। (আহমাদ) রসূলাল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতের জন্যও যুদ্ধের পোশাকের ব্যবস্থা করেছেন। (ইবনে হিববান)
মক্কা বিজয়ের দিনে তিনি শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করেছিলেন। আনাস বিন মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 'রসূলাল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয় দিবসে যখন মক্কায় প্রবেশ করেন তখন তাঁর মাথায় শিরস্ত্রাণ ছিল'। (বুখারী)

হযরত মারইয়াম আলাইহিসসাল্লামের ঘটনা দেখুন। সন্তান প্রসবের পর তিনি যে খেজুর গাছের নিচে বসে ছিলেন আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে সেই খেজুর গাছ ধরে ঝাঁকি দিতে বলেছিলেন, যাতে তাঁর সামনে খেজুর ঝরে পড়ে। আল্লাহ বলেন, 'আর তুমি তোমার দিকে খেজুর গাছের কান্ড ধরে নাড়া দাও। সেটি তোমার উপর পাকা খেজুর নিক্ষেপ করবে।' (সূরা মারইয়াম, ২৫)
এহেন দুর্বল মহিলা কিভাবে মযবূত ও শক্ত খেজুর গাছ ধরে এমনভাবে ঝাঁকি দিল যে টপটপ করে খেজুর ঝড়ে পড়ল? এই মহীয়সী মহিলার ঘটনা দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে উপকরণ গ্রহণের গুরুত্ব শিক্ষা দিয়েছেন - চাই সেসব উপকরণ লঘু ও দুর্বল হোক। কেননা এই সতী-সাধ্বী মহিলার সেই মুহূর্তে এরূপ দুর্বল ধরনের কাজ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না।
আল্লাহ তা'য়ালার জন্য কোন মাধ্যম ছাড়াই খেজুর নীচে ফেলা অবশ্যই সম্ভব ছিল। কিন্তু যেহেতু কোন কিছু পেতে হ'লে মাধ্যম একটি জাগতিক নিয়ম হিসাবে রয়েছে, সেহেতু আল্লাহ মারিয়াম আলাইহিসসাল্লামকে কান্ড ধরে ঝাঁকি দিতে বলেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি আল্লাহর উপর যথাযথভাবে ভরসা করেছিলেন এবং তাঁর দুর্বল পদ্ধতি কাজে লাগিয়েছিলেন তখন আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা ফলবতী করেছিলেন এবং ফলগুলোকে তাঁর নাগালের মধ্যে এনে দিয়েছিলেন।
অতএব, তাওয়াক্কুলের হাকীকত বা মূল কথা হ'ল সর্বাবস্থায় অন্তরে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করা, সেই সাথে প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ ব্যবহার করা এবং পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহই রিযিকদাতা, তিনিই একমাত্র স্রষ্টা, জীবন ও মৃত্যু দাতা। তিনি ছাড়া যেমন কোন ইলাহ বা উপাস্য নেই, তেমনি তিনি ছাড়া কোন প্রতিপালক নেই।

তেমনি বর্তমানেবিশ্বে যে মহামারীরছড়িয়ে পড়েছে তা হতে রক্ষা পেতেউপায়-উপকরণ গ্রহন করা মোটেও তাওয়াক্কুলেরপরিপন্থীনয়। তবেমনে রাখতে হবে, করোনার মধ্য যে গুন রয়েছে তা প্রকাশ করার জন্য সে আল্লাহর ইচ্ছার (কুদরতের) উপর নির্ভরশীল, সে নিজে কিছুই করতে পারে না। এই কথাকে স্মরণ রেখে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা এবং প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ ব্যবহার করা। এ ব্যপারে ইসলাম আমাদের দিক নির্দেশনা দিয়েছে।
একবার হযরত ওমর ফারূক রাযিয়াল্লাহু আনহু শাম অর্থাৎ বর্তমানের সিরিয়া সফরে যাচ্ছিলেন। পথে সংবাদ পেলেন, শাম অঞ্চলে মহামারি আকারে প্লেগ ছড়িয়ে পড়েছে। এত জটিল রূপ ধারণ করেছে যে, রোগটি দেখা দেওয়া মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে বহু মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। ইতোমধ্যে হাজার হাজার মানুষ মারা গেছে। উর্দূনে (জর্ডান) হযরত আবু উবায়দা ইবনেল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর মাজারের কাছে পুরো কবরস্থানটিতে সেইসব সাহাবায়ে কেরাম সমাহিত আছেন, যাঁরা উক্ত প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।
হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সঙ্গীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন, এই পরিস্থিতিতে ওখানে যাবেন, নাকি ফিরে যাবেন। তখন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু একটি হাদীস শোনালেন যে, রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘কোন অঞ্চলে যদি প্লেগ দেখা দেয়, তা হলে বাইরের কোন মানুষ যেন উক্ত অঞ্চলে প্রবেশ না করে আর ওখানকার কোন মানুষ যেন ওখান থেকে পালায়ন না করে।’

এই হাদীসে রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, যেন আমরা ওখানে না যাই। তাই তিনি শাম সফর মুলতবি করে দিলেন। হযরত আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু এই বিষয়টিকে তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী মনে করলেন। তাই সে সময় হযরত আবু উবায়দা ইবনেল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, ‘আপনি কি আল্লাহর তাকদীর থেকে পালায়ন করছেন?’
অর্থাৎ আল্লাহ যদি এই প্লেগ দ্বারা আমাদের মৃত্যু লিখে রেখে থাকেন, তাহলে যাওয়া না যাওয়া দু-ই তো সমান।
হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার উত্তরে বললেন, ‘যদি আপনি ছাড়া অন্য কেউ কথাটা বলত, তাহলে আমার কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু আপনি জেনে বুঝে কথাটা বললেন।’
তারপর হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘হ্যাঁ, আমরা আল্লাহর তাকদীর থেকে আল্লাহর তাকদীরের দিকে পালায়ন করছি।’ (বুখারী, মুসলিম)

ওমর ইবনে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর সময়ের আর একটি ঘটনা বর্ণিত আছে, একজন কুষ্ঠরোগী মহিলা যে বাইতুল্লার তওয়াফ করছিল। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু ঐ মহিলার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তাকে দেখে ফেললেন। তিনি মহিলাটিকে বললেন, হে আল্লাহর বান্দী, লোকদরেকে কষ্ট দিও না, তুমি যদি নিজের ঘরে বসে থাক তবে ভাল হয়। উক্ত মহিলা হারাম শরীফে আসা বন্ধ করে দিল এবং নিজ ঘরে বসে থাকল। (হায়াতুস সাহাবাহ)
এই দুটি ঘটনা হতেই বোঝাযায়, হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বুঝাতে চেয়েছেন, সবধানতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। বরং এটি তাওয়াক্কুলের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। কারণ রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ করেছেন, তোমরা সাবধানতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন কর। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এখানে সবধানতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করাকে উপায়-উপকরণ হিসেবে গ্রহন করেছেন।
মানুষের স্বভাবের ভিতরে একটি বিপরীত মুখি জযবাবা ঝোক রয়েছে। যদি বলা হয় ওটি স্পর্শকরবেনা তাহলে সেটি স্পর্শ করারপ্রতিআগ্রহ বেড়ে যায়। যদি বলা হয় ওটি ধরবে না তাহলে সেটি ধরার জন্য ছটফট করতে থাকে। আর যদি বলা হয় ওখানে যেওনা তাহলে ওখানে যাওয়ার প্রতি তার ঝোক প্রবণতা বেড়ে যায়।
মহামারীর একটা পর্যায়ে আমাদের অভিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম জন সমাবেশকে নিরুৎসাহিত করেছিলেন। কিন্তু আমরা সেই শুরু থেকেই বীরত্ব প্রকাশ করে এসেছি যে, জীবন দিয়ে দেব, শহীদ হয়ে যাব, তবুও সমাবেশ ছাড়বনা।

খুব ভাল ভাবে মনে রাখতে হবে, সবক্ষেত্রে বীরত্ব প্রকাশ করার নাম দ্বীন নয়।
সায়েখুল ইসলাম আল্লামা মুফতী তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম অসাধারন একটি উদাহরণ এনেছেন, তিনি বলেন, এক বুযুর্গ, রোগাগ্রস্ত অন্য এক বুযুর্গকে দেখতে গেলেন। দেখলেন, রোগী খুব কষ্টের মধ্যে আছেন। কিন্তু উহ্ আহ্ করে কষ্ট প্রকাশ না করে আল্লাহ আল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ অযিফা জপ করছেন। আগুন্তুক বুযুর্গ বললেন, ভাই আপনার এই আলহামদুলিল্লাহ বলা খুবই প্রশংসনীয় বিষয়। কিন্তু এটি তো আল্লাহর কাছে দু’আ করার ক্ষেত্র যে, হে আল্লাহ! আমাকে সুস্থতা দান করুন।
আপনি তো এই অবস্থায় আলহামদুলিল্লাহ জপে আল্লাহর সামনে বীরত্ব প্রদর্শন করছেন । ব্যাপারটা এরকম যে, আল্লাহ দেখুন আপনি অসুখ দিয়েছেন কিন্তু আমি কত বীর যে, আমার মুখ থেকে একটি বারের জন্য আহ উচ্চারিত হচ্ছে না। তো আল্লাহর সামনে বীরত্ব প্রদর্শন করা কোন

বন্দেগী নয়। আল্লাহর সামনে নিজের অসহায়ত্ব প্রদর্শনের নাম বন্দেগী। তিনি যখন চাচ্ছেন যে, বান্দা! তুমি একটু উহ্ আহ্ করে আমাকে ডাক, তখন অক্ষাম ও অসহায় হয়ে আল্লাহকে ডাক। কীভাবে ডাকবে? যেমন ডেকেছিলেন হযরত আইউব আলাইহিসসাল্লাম, ‘কষ্ট আমাকে স্পর্শ করেছে। আপনি তো পরম দয়ালু।’
নবীদের থেকে বেশি বীর-বাহাদুর কে হবে? এত বড় রোগ! এত অসহনীয় কষ্ট! কিন্তু আল্লাহকে ডাকছেন,‘হে আল্লাহ! আমি কষ্ট পাচ্ছি। আপনি তো পরম দয়ালু।’ (সুরা আম্বিয়া, ৮৩)
এজন্য একেবারে দঃখ বা কষ্ট প্রকাশ না করা কামালাত বা যোগ্যতার মাপকাঠি নয়। কারণ এটা কোন সুন্নত পদ্ধতি নয়। আল্লাহ যখন চাচ্ছেন, বান্দা তুমি একটু উহ্ আহ্ করো, তখন উহ্ আহ্ করো। আল্লাহর সামনে এত পারঙ্গমতাপ্রদর্শন করা ভালো নয়। এটিও বন্দেগী তথা দাসত্বের পরিপন্থী। (ইসলাম আওর হামারী যিন্দেগী)
মনে করুন, আপনি যে সমাবেশে যাচ্ছেন সে রাস্তার মাঝখানে একটি বাঘ বসে আছে অথবা বিরাট অকৃতির একটি অজগর সাপ রয়েছে। তাহলে আপনি কি বলতেন, আমি শহীদ হয়ে যাব তার পরও ওখানে যাব? আসলে ঘটনা হচ্ছে করোনা ভাইরাস চোঁখে দেখা যায় না বলেই মনের ভিতরে এরকম জযবা তৈরী হয়েছে। মনে রাখবেন জযবা দিয়ে দ্বীন হয় না। নিজের মনোবাসনা পূরণকরার নাম দ্বীন নয়। আল্লাহ ও তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করার নাম দ্বীন।

একবার রসূল সল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসল্লাম আদেশ দিলেন, যখন বৃষ্টি হয় এবং ময়লা কাঁদা এত বেশি হয় যে, চলতে ফিরতে মানুষের খুব বেশি কষ্ট হয়, পা পিছলে যাওয়া আশষ্কা হয়, ময়লা-কাদায় পোশাক নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়, এমতবস্থায় শরীয়ত অনুমতি দিয়েছে যে, মানুষ মসজিদের স্থলে ঘরে নামায পড়বে । (বুখারী)
অবশ্য বর্তমানে আমরা শহরে বসবাস করি, যেখানে রাস্তাঘাট পাকা। তাই এখানে বৃষ্টিতে এমন দুরাবস্থার সৃষ্টি হয় না। এমন ময়লা-কাদা হয় না, যাতে চলাচল দুষ্কর হয়। কিন্তু যেখানে রাস্তা-ঘাট কাঁচা, সেখানে আজও এই বিধান প্রযোজ্য। এমতাবস্থায় জামাত মাফ হয়ে যায় এবং মানুষের জন্য ঘরে নামায পড়া জায়েয হয়ে যায়।
হযরহ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমার ঘটনা ।হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা একদিন মসজিদে বসে ছিলেন। ইত্যবসরে আযানের সময় হল। সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টিও শুরু হল। মুয়াজ্জিন আযান দিলেন। তিনি মুয়াজ্জিনকে বললেন, এ ঘোষণাও করে দাও, ‘সবাই নিজ নিজ ঘরে নামায পড়ুন।’
একথা রসূলেকরীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও বর্ণিত আছে

যে, এমতাবস্থায় এ ঘোষণা করে দেয়া চাই। কিন্তু এই বাক্য অন্যান্যাদের কাছে খুব অপরিচিত মনে হল। কারণ সর্বদা মানুষ দেখে ও শুনে আসছে যে, মসজিদ থেকে এ ঘোষণা হয়, ‘নামাযের জন্য আস, সফলতার জন্য আস।’কিন্তু আজ বিপরীত ঘোষণা হচ্ছে, যে নিজ নিজ ঘরে নামায পড়ুন। তাই লোকেরা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হযরত! এটা আপনি কি করলেন? আপনি মানুষকে মসজিদে আসতে বারণ করছেন? উত্তরে তিনি বলনে, ‘হ্যাঁ! আমি তা এমন ঘোষণা করাবই। কারণ এমন ঘোষণা সেই সত্ত্বা থেকেও দেয়া হয়েছে,যিনি আমার থেকেও উত্তম এবং তোমার থেকেও উত্তম।’ (বুখারী)

সায়েখুল ইসলাম আল্লামা মুফতী তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম বলেন, এখন যদি কেউ একথা বলে যে, আমার কাছে এ ধরণের ঘোষণা মন্দ লাগে । আমার এমন ঘোষণা করতে লজ্জা লাগে। তার অর্থ হল, তুমি রসূলেকরীম সল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আগে বাড়ার চেষ্টা করছে। রসূলেকরীম সল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম এ ঘোষণা করেছেন এবং অনুমতিও দিয়েছেন। আর তুমি বলছ, আমি এর অনুমতি দিচ্ছি না, আমার এ ঘোষণা করতে মন্দ লাগে। অতএব দ্বীনের কোন বিষয়ে রসূলের সুন্নাত এবং তাঁর শিক্ষার আগে বাড়ার চেষ্টা করছ।
ডা.আবদুল হাই রহমাতুল্লাহি আলাইহি একটি কথা বলতেন। হৃদয়পটে যত্ন করে রাখার মত। তিনি বলতেন, ভাই! নিজের কামনা পূর্ণ করার নাম দ্বীন নয়, বরং দ্বীন হল আল্লাহ ও তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করার নাম। প্রথমে লক্ষ্য রাখবে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি চান? সেটা পূর্ণ করা। এটাই দ্বীন । নিজ আগ্রহ আবেগ, কামনা-বাসনা পূর্ণ করার নাম দ্বীন নয়। যেমন কারো আগ্রহ সৃষ্টি হল প্রথম কাতারে নামায পড়ার প্রতি। কারো মনে জাগল, জিহাদ করবে। কারো মনে চাইল দাওয়াত-তাবলীগে সময় দেবে। এসব তো অবশ্যই সওয়াবের কাজ। নিঃসন্দেহে এগুলো দ্বীনের কাজ। তবে তোমাকে দেখতে হবে, এ মূহুর্তে দ্বীনের চাহিদা কী? যেমন তোমার মনে চাইল, জামাতের প্রথম কাতারে শরীক হওয়ার। অথচ ঘরে তোমার মাতা-পিতা খুবই অসুস্থ। নড়াচড়া করতে পর্যন্ত পারছেন না। তাহলে এ মুহূর্তে জামাতে শরীক হওয়ার চেয়েও মাতা-পিতার খেদমত করার গুরুত্ব অধিক। এ মুহূর্তে আল্লাহ তোমার কাছ থেকে এটাই চান। তাই এ মুহূর্তে তোমর কর্তব্য হবে ঘরে একাকী নামায সেরে নেয়া এবং মাতা-পিতার খেদমতে পরিরপূর্ণভাবে আত্ননিয়োগকরা। এ মুহূর্তে যদি মাতা-পিতার খেদমত না করে তুমি চলে যাও মসজিদে জামাতে শরীক হতে, তাহলে এটার নাম দ্বীন নয় বরং এটা হবে নিজের কামনাকে অগ্রাধিকার দেয়া ।

অবশ্য শরীয়তের এ বিধান তখন প্রযোজ্য হবে, যখন মসজিদ হবে দূরবর্তী অবস্থানে । যদি মসজিদ নিকটেই হয়, সেখানে গেলে মা-বাবার খেদমতে অসুবিধা হবে না, তখন মসজিদে যাওয়াই শ্রেয়।
হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ সম্পর্কে একটি উপমা পেশ করেছেন। তাহল যেমন জনমানবহীন কোন এক প্রান্তরে স্বামী-স্ত্রী উভয়ই থাকে । ইত্যবকাশে নামাযের সময় হয়ে গেল। তাদের অবস্থান থেকে মসজিদ অনেক দূরে । স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, নামাযের সময় হয়ে গেছে, আমি মসজিদে যাব নামায পড়ব। স্ত্রী এটা শুনে ভয় পেয়ে গেল, বলল, তুমি আমাকে একা রেখে কোথায় যাবে? এখানে তো কেউ নেই। তুমি এভাবে চলে গেলে ভয়ে আমার প্রাণ বের হয়ে যাবে। তুমি যাবে না। স্বামী উত্তর দিল, জামাতের প্রথম কাতারে শরীক হওয়ার ফযীলত অনেক। আমাকে যেতেই হবে, এ ফযীলত অর্জন করতেই হবে। যা হবার তা হবে, আমি যাবই।

হযরত মসীহুল্লাহ খান রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এর নাম দ্বীন নয়। এটা দ্বীনের কাজও নয়। এটা হবে প্রথম কাতারে নামায আদায় করার আশা পূর্ণ করা। কারণ এ মুহূর্তে দ্বীনের দাবি ছিল, স্ত্রীকে একা ছেড়ে না যাওয়া এবং মসজিদের পরিবর্তে ঘরে একাকি নামাজ পড়ে নেয়া। দ্বীনের এই দাবি যেহেতু উপেক্ষিত হল, তাই এটা দ্বীন হবে না। আল্লাহ ও তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য হবে না।

অনুরুপভাবে বাড়িতে যদি মাতা-পিতা অসুস্থ থাকেন, বিবি-বাচ্চা পীড়িত থাকে, যখন তাদের জন্য প্রয়োজন আপনার খেদমত। অথচ আপনার মনে সৃষ্টি হল তাবলীগে যাওয়ার সাধ। তাই আপনি বলে দিলেন, আমি তাবলীগে গেলাম। তাহলে এটা দ্বীন হল না। হাঁ, তাবলীগে যাওয়া অবশ্যই দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কিন্তু এ মুহূর্তের দাবি আপনার তাবলীগ নয়, বরং এ মুহূর্তের দাবী হল খেদমত। আল্লাহ ও তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুমও এখন এটাই। তাই আপনাকে অবস্থার আলোকে ব্যবস্থা নিতে হবে, তাহলেই হবে দ্বীন। তাহলেই হবে ইতাআত। নিজের মনোবাসনা পূরণকরার নাম তো দ্বীন নয়।

খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে, নিজের চাহিদা ও নিজের প্রবৃত্তির তাড়না পূরণের নাম দ্বীন নয়। দ্বীন হল আল্লাহ পাকের আনুগত্যের নাম। তা আমার বুঝে আসুক আর না আসুক। (ইসলাম আওর হামারী যিন্দেগী) এখন মনে করুন আমি করোনা ভাইরাস বহন করছি এমতাবস্থায় আমি সমাবেশে যোগ দিলাম, আমার পাশে যে ভাইটি ছিল সে আমার নিকট হতে বহন করে তার বাড়িতে নিয়ে গেলো, তার কাছ থেকে তার পরিবারের লোকজন গ্রহন

করল। আবার উল্টাটাও হতে পারে, যেমন আমি কোন সমাবেশে গেলাম সেখানে আমার কোন ভাই এই ভাইরাসটি বহন করছিল, তার কাছ থেকে আমি পেয়ে গেলাম, এবার আমি বাসায় আসলাম এবং আমার নিকট হতে আমার বৃদ্ধ মা-বাবা সন্তান-স্ত্রী সহ সকলকে দিয়ে দিলাম। এখন সকলের অসুস্থ হওয়া শুরু হল এবং কষ্টের মধ্যে পড়ে গেল তাহলে এটা কি হঠকারিতা নয়। লক্ষ করুন, আমার মনের চাহিদা ও প্রবৃত্তির তাড়না পূরণ করতে গিয়ে কতগুলো মানুষকে ক্ষতির সম্মুখীন করলাম। মনে রাখবেন ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা যেখানে গোড়ামীর কোন স্থান নেই।মহান আল্লাহ তা’য়ালা কোন ব্যক্তির উপর এমন কোন কাজের বোঝা চাপিয়ে দেন না যা তার সাধ্যের বাইরে।(সূরা বাকারা,২৮৬)

প্রিয় পাঠক, তাওয়াক্কুলের ব্যাপারে আর একটু কথা বাকী রয়েছে। সেটা এখন বলে নিই। একটি বিষয়ে আমাদের অনেকের মনেই খটকা রয়েছে যে, কোন কোন বুজুর্গ তাওয়াক্কুলের তরিকা এই নির্বাচন করেছেন যে, তারা জীবন যাপনের জন্য কোন কাজই করেননি। যার কারনে কখনো ক্ষুধার্ত থাকতে হয়েছে। কখনো কখনো মহান আল্লাহ তা’য়ালা তাদের দানও করেছেন। স্বয়ং রসূলাল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে কোন কোন সাহাবীরও এরকম অবস্থা ছিল। যেমন তারা রসূলাল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে ইলম অর্জন করার জন্য আসহাবে সুফফায় এসে পড়ে থাকতেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মহান আল্লাহ তা’য়ালা ও রসূলাল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথাশুনা এবং তা থেকে শিক্ষা অর্জন করা। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাদের জীবন উপকরেণর কোন পন্থা ছিল না। তারা সুফফায় এজন্য এসে ছিল যে, মহান আল্লাহ তা’য়ালা যদি কিছু দেন খাব অন্যথায় ধৈয্য ধারণ করব। এক হাদীসে আছে, ‘রসূলাল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে দুই ভাই ছিল। এক ভাই জীবিকা অন্বেষণে ব্যস্ত থাকত আর অন্য ভাই জীবিকা অর্জনে কাজ করত না, তবে সে শিক্ষা অর্জনের জন্য নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসা যাওয়া করত। কিন্তু এটা জীবিকা অর্জনে নিয়োজিত ভাইয়ের পছন্দ হতো না। তার কথা ছিল, আমি একা কেন উপার্জন করব। এ কারণে সে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নালিশ দিয়েছিল। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিযোগকারীকে বললেন, ‘তার ব্যাপারে আপত্তি করবে না। হতে পারে আল্লাহ তা’য়ালা তার করনেই তোমাদের রিযিক প্রদান (তিরমিযী)

সায়েখুল ইসলাম আল্লামা মুফতী তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম বলেন,রসূলাল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন তাওক্কুলের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেননি। এভাবে এই ধারাবাহিকতা আউলিয়ায়ে

কেরাম এবং সুফিয়ায়ে কেরাম পর্যন্ত ছিল।
তবে মনে রাখতে হবে যে আসবার দ্বারা স্বভাবতই ফল উৎকলিত হয়ে যায়। যেমন, মানুষের ক্ষুধা লাগলে খানা ক্ষুধা নিবারণ করে এমন আসবাব বর্জন করা হারাম। অর্থাৎ যদি কারো সামনে খানা উপস্থিত হয় এবং সে বলে আমি আল্লাহর উপর তাওক্কুল করেছি তিনি আমার ক্ষুধা মিটিয়ে দেবেন। এই বলে সে খানা খায় না। তাহলে মনে রাখুন, যদি সে এমন অবস্থায মৃত্যুবরণ করে তাহলে হারাম মৃত্যু হবে তার। কেননা সবব অর্থাৎ খানা খাওয়াকে গ্রহন করা ফরজ এবং ওয়াজিব।

আসবাবের দ্বিতীয় প্রকার এমন-আসবাব যার মাধ্যমে কখনো ফল লাভ হয় আবার কখনো হয় না। যেমন ঔষধ, তা কখনো উপকার দেয় আবার কখনো উপকার দেয় না। তার হুকুম হল, আমাদের মত দুর্বল ব্যক্তিদের জন্য এমন আসবাবও বর্জন করা জায়েয নেই। এই আসবাবকে গ্রহন করার পর আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিৎ। কিন্তু যাদেরকে মহান আল্লাহ তা’য়ালাতাঁর সত্ত্বার সাথে বিশেষ সম্পের্কের তাওফীক দান করেছেন তাদের জন্য এ জাতীয় আসবাব বর্জন করাও জায়েজ। তবে শর্ত হল, মহান আল্লাহ তা’য়ালার কাছে কোন অবস্থাতেই যেন অভিযোগ না হয়। মহান আল্লাহ তা’য়ালার উপর দৃঢ় ঈমানদার লোক অনেক সময় এ প্রকারের আসবাব বর্জন করেন। যদি খানা উপস্থিত হয় খানা খান কিন্তু কামাই রুজি অর্জনের ক্ষেত্রে তাওক্কুল করেন। স্বয়ং রসূলাল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, কোন কোন সাহাবায়ে কেরাম এবং অনেক বুজুর্গানে দ্বীন এমনটি করেছেন। যদি কারো মধ্য সহনশক্তি থাকে তাহলে এমন করাও জায়েয। কিন্তু এটা আমাদের মত দুর্বলদের জন্য নয়। কারণ আমাদের মধ্যে শক্তি নেই। যদি কেউ তাদের অনুসরণ করতে চায় তাহলে মারা যাবে। এজন্য এ ব্যপারে অনুস্মরণ করা যথার্থ নয়।(ইসলাম আওর হামারী যিন্দেগী)

মোট কথা, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা বেশী বেশী নফল নামাজ, দোওয়া ও এস্তেগফারের মধ্যে লিপ্ত থাকব এবং দ্বীলে দ্বীলে খুব ভয় করতে থাকব এবং মহান আল্লাহ তা’য়ালার উপর ভরসা করে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করব এবং এজন্য যে ধরনের উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার দরকার তা করব।এসময়ে দ্বীলে একথা স্মরন রাখতে হবে যে, করোনা এবং করোনা হতে প্রতিরক্ষার জন্য আমরা যে সমস্ত উপায়-উপকরণ অবলম্বন করেছি এদের কারো কোন ক্ষমতা বা শক্তি নেই সমস্ত ক্ষমতা ও শক্তির মালিক এক মাত্র আল্লাহ। আমি যদি সুরক্ষিত দূর্গের মধ্যেও অবস্থান করি আর আল্লাহ যদি চান তাহলে ঐ সুরক্ষিত দূর্গের মধ্যেও করোনা আমার নিকট পৌঁছে যাবে।

আল্লাহ! তিনি সকল বস্ত্তর উপর ক্ষমতাশীল। তাঁর ক্ষমতা স্বয়ংসম্পূর্ণ। যেখানে কোন প্রকার ত্রুটি, অপূর্ণতা ও দুর্বলতার লেশমাত্র নেই। তিনি যা ইচ্ছা তাই করেছেন এবং যা ইচ্ছা তাই করবেন। বিশ্বজগত ও বিশ্বজগতে যা কিছু আছে সবই তাঁর সৃষ্ট। যে বস্ত্তকে তিনি যে আকারে সৃষ্টি করেছেন তাই তার সর্বোৎকৃষ্ট রূপ। পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তিরা যদি তাঁদের সমস্ত জ্ঞান একত্র করে এবং সমবেতভাবে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট রূপ উদ্ভাবন করতে চেষ্টা করেন অথবা তাতে কোন প্রকার হ্রাস-বৃদ্ধির চেষ্টা করেন, যে কৌশলে তিনি তা সৃষ্টি করেছেন কোন অবস্থাতেই তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট রূপ উদ্ভাবন করতে পারবে না। (কিমিয়ায়ে সা’দাত)

এজন্য হে মুমীনেরা সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন কর, ঘরে থাক অর্থাৎ নূহ্ আলাইহিসসাল্লামের কিস্তিতে উঠে পড়,বীরত্বপ্রদর্শন করো না, আর মহান মালিকের কুদরতি খেয়ালের মধ্যে যা আছে তাকে তা করতে দাও। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।
মহান আল্লাহ তা’য়ালা আমাদের সঠিক কথার উপর আমল করারর তৌফিক দান করুন। (আমিন)

লেখক:
বায়োকেমিস্ট, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রনালয়, খুলনা
ইমেইল: belayetfiqcbd@gmail.com

ঘরে নামাজ পড়ুন, সরকারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেন আজহারী

সময়ের আলোচিত ইসলামি বক্তা মিজানুর রহমান আজহারী করোনার সংক্রমণ প্রতিরোধ মসজিদে না গিয়ে মুসল্লিদের ঘরে নামাজ পড়তে সরকার নির্দেশকে স্বাগত জানিয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দিয়ে সরকারের এমন সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান আজহারী।

গত মঙ্গলবার (৭এপ্রিল) আজহারীর ভেরিফায়েড পেজে দেওয়া ওই স্ট্যাটাসটি তিনি বলেন, দেরি করে হলেও, একাধিক বৈঠক শেষে, সাধারণ মুসল্লিদের মসজিদে না যাওয়ার ব্যাপারে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের শক্ত সিদ্ধান্ত এসেছে। এবার অন্তত সবাই ঘরে সালাত আদায় করুন। আরও আগে থেকেই যদি এই সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হতে পারতাম, তাহলে হয় তো করোনা সংক্রমণ আরও কমানো যেত। তারপরও ধন্যবাদ জানাতে চাই এই সিদ্ধান্তের জন্য।’

আজহারী বলেন, আল্লাহ তায়ালা তার দ্বীনে কোনো কাঠিন্যতা রাখেননি। এটি একটি সহজ, সাবলীল ও পরিবেশ বান্ধব ধর্ম। এজন্যই ইসলাম কালজয়ী। যুগ, সময় এবং কাল ছাপিয়ে এতটা অনন্য উচ্চতায় এজন্যই ইসলামের অবস্থান যে, এটি যে কোনো যুগ বা সময়ের সঙ্গে সহজেই খাপ খেতে পারে। ইসলাম ধর্মের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল যে, এর বিধান পালন করা সহজ এবং সুবিধাজনক। এ ধর্মের কোনো বিধান কখনও সমস্যা তৈরি করে না বরং সমস্যার যুগোপযোগী সমাধান করে। আর এ সমাধান উপস্থাপন করার দায়িত্ব সম্মানিত আলেম ওলামাগণের।
তিনি বলেন, কিন্তু সেই কাঙ্ক্ষিত সমাধান সময় মতো উপস্থাপন করতে যদি আলেম ওলামাগণ ব্যর্থ হন, তাহলে আলেম ওলামাগণ ধীরে ধীরে সমাজের জন্য অপ্রাসংগিক হয়ে পড়বেন এবং সাধারণ ধর্মপ্রাণ লোকজনও আলেম ওলামাদের থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলবে। সে ক্ষেত্রে ইসলামের কোনো দায়ভার নেই দায়ভার আমাদের। কুরআন বলছে: ‘‘আর তিনি ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি”। [সুরা হজ্জ, আয়াত: ৭৮] “তিনি তোমাদের জন্য সহজ করতে চান জটিল করতে চান না”। [সুরা বাকারাহ, আয়াত: ১৮৫]

আজহারী বলেন, আসুন সহজভাবে ইসলামকে উপস্থাপন করি। সুদূরপ্রসারী চিন্তায় ও দূরদৃষ্টি ভাবনায় কুরআন ও সুন্নাহ থেকে রহমের বাণী তালাশ করি। মসজিদে জামায়াত আপাতত বন্ধ হলেও, আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি ঘরকেই এখন মসজিদ বানিয়ে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ!! তাই, এখনই সময় আত্নোপলব্ধির, রবের দিকে ফিরে আসার এবং প্রভুর দুয়ারে হাজিরা দেবার। পরিবারের সবাইকে নিয়ে বাসায় জামায়াতে সালাত আদায় করুন। সমাজ বদলে যাবে ইন শা আল্লাহ।

সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন